27

তারিখ 14 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ওরা স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না

ছাত্রভর্তির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে চলতি শতাব্দী শেষে বিশ্বের ষোল কোটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে-না বলে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই খবর আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য খুবই উদ্বেগজনক। কারণ, এসব দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এবং শিক্ষার হার এমনিতেই কম। এর উপর শিক্ষা-বঞ্চনা যদি আরও বাড়ে, তাহলে এদের দুঃখ-দুর্গতি বহুগুণ বেড়ে যাবে। কোন দেশ বা জাতির শিক্ষার নিম্নহার মানেই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, এবং জীবনযাত্রার নিচু মান।

বিশ্বের বিত্তবান দেশগুলির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। তাদের শিক্ষিত জনশক্তি একদিকে যেমন উন্নততর জীবনের স্বপ্ন দেখেছে ও কল্পনা রচনা করেছে, অন্যদিকে তেমনি উদ্ভাবন করেছে সেই স্বপ্ন ও কল্পনা রূপায়ণের কার্যকর পদ্ধতি, লাগসই প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি। তাদের মধ্য থেকেই এসেছে দক্ষ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ শ্রমশক্তি। এ কারণেই আজ শিক্ষা আর সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি সমার্থক। অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচনের জন্য প্রতিটি দেশই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পদের স্বল্পতা যত না সেগুলির বাস্তবতার ফসল, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি উন্নত ও বিত্তবান দেশগুলির তৈরী বর্তমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি। অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রচেষ্টার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি এদেরই উপর নির্ভরশীল। এরা তাদের প্রধান রফতানি পণ্য প্রাথমিক ও আধা-শিল্পজাত পণ্যের ন্যায়সঙ্গত দাম দেয় না, অথচ নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের জন্যে আদায় করে অতি চড়া দাম।

উপরোল্লিখিত ব্যাঙ্কক বৈঠকে বলা হয়েছে যে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী দুই হাজার সালে বিশ্বের সকল শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য মাত্র পাঁচ হাজার কোটি ডলার দরকার। এই টাকা সংস্থান করা খুব কঠিন নয়। বৈদেশিক ঋণের যে পর্বত সৃষ্টি হয়েছে, তা মওকুফ করে দিলেই উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের একটা বড় অংশ যোগান দিতে পারবে।

আমাদের উন্নয়নপ্রয়াসী দেশে শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। সার্বিকভাবে শিক্ষা এবং বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। দেশের সবার শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করা দরকার।

শিশুদের শিক্ষাবঞ্চনার একটি বড় কারণ অধিক সংখ্যক শিশুর জন্ম, জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। বিশ্বকে জন্মবিস্ফোরণ রোধে আরও বেশী উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের নিজেদের পরিবার পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপ একান্ত জরুরী। শিশুদের শিক্ষা-বঞ্চনা দূর করাই নয় কেবল, জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত জনসংখ্যা গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন, শিশুদের শিক্ষাবঞ্চনার আশংকারোধ—সবকিছুরই জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা প্রসারের অন্য কোন বিকল্প নেই।